NOV. 21 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২৭ ... কলাম ...৭...

ভোরের কাগজ

সন্তোষে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হবে কবে?

কে এস রহমান শফি, টাঙ্গাইল থেকে : দুবছরেরও বেশি সময় আগে সন্তোষে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলেও এর কাজের তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। ফলে মওলানা ভাসানীর ভক্ত, অনুসারীসহ টাঙ্গাইলবাসী ক্ষুব্ধ। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্রে জানা যায়, সরকার অনুমোদন দিলেই শিক্ষক নিয়োগসহ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব।

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল সন্তোষে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার। স্বাধীনতার পর তিনি নিজের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরুও করেন সন্তোষে। কিন্তু বেঁচে থাকতে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন করতে পারেননি তিনি। মওলানা ভাসানীর মৃত্যুর পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার প্রধান বা মন্ত্রীরা আশ্বাস দিয়েছেন, সন্তোষে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন করার। কিন্তু সে আশ্বাস বাস্তবায়িত হয়নি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার দেশের প্রস্তাবিত ছয়টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি টাঙ্গাইলের সন্তোষে স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে মওলানা ভাসানীর ভক্ত মুরিদানসহ টাঙ্গাইলবাসী আশ্বস্ত হয়।

'৯৯ সালের ১২ অক্টোবর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নামে প্রতিষ্ঠিত 'মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর গত দুবছরে সংসদে আইন পাস, ৫৭ একর ৯৫ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ভূমি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রকল্প পরিচালকের নিয়োগকে কেন্দ্র করে শুরুতেই কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তার কিছু কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানীর পরিবার, ভক্ত অনুসারী, মুরিদান ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ তার অপসারণ দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। গত বছর অক্টোবরে সরকার তাকে এখান থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। পরবর্তীসময়ে ড. মেসবাহ উদ্দিন ছয়টি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। অবশেষে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আমিনুল হককে সরকার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করে। বর্তমানে তিনি ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্বও পালন করছেন।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য বিগত সরকার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছেন। এছাড়া প্রকল্প পরিচালকের কাছে ৫ কোটি ৩১ লাখ টাকা রয়েছে। এরপরও শুধুমাত্র সরকারি সিদ্ধান্তের অভাবেই কাজের অগ্রগতি হচ্ছে না।

মওলানা ভাসানীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবায়ন না ঘটলেও সন্তোষে মওলানা ভাসানীর নামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে ভাসানীর ভক্ত অনুসারীরা খুশি হয়। কিন্তু গত দুবছরে কাজের তেমন অগ্রগতি না হওয়ায় তারা আবার হতাশ হয়ে পড়েন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকল্প পরিচালক ও ভিসিসহ বেশকিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। সরকার অনুমোদন দিলেই শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে ক্লাস পরিচালনা করা সম্ভব। কেননা অবকাঠামোগত কিছু সুবিধা এখনো আগে থেকেই রয়েছে।